তারিখ 14 JUL 2017
পৃ: ২৮ কলাম ৫

কালের কণ্ঠ

## সৈয়দপুরের এক মাদরাসা অধ্যক্ষের কাণ্ড

অধ্যক্ষ আ ব ম মনসুর আলী

| [illegible] | যেখানে ব্যবহার |
|---|---|
| ১ জানুয়ারি ১৯৫৭ | পরিদর্শন প্রতিবেদনে |
| ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ | ফাজিল বিশেষ পরীক্ষায় |
| ১ মার্চ ১৯৫৭ | বেতন বিলে |
| ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ | পরিদর্শন প্রতিবেদনে |
| ১ মার্চ ১৯৬১ | এমপিও শিটে |
| ১ জানুয়ারি ১৯৬১ | জাতীয় পরিচয়পত্রে |

দাখিল ও আলিম পরীক্ষার সনদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মনসুর আলী দাখিল পরীক্ষা পাসের মাত্র ১১ মাস ৯ দিন পর আলিম পাস করেছেন

# অধ্যক্ষ এক, জন্ম তারিখ হরেক

**তোফাজ্জল হোসেন লুতু**, সৈয়দপুর (নীলফামারী) ▷

নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার সোনাখুলী কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ আ ব ম মনসুর আলী। তাঁর আটটি জন্ম তারিখ পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে শিক্ষা সনদ ভুয়া বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় কাজী মো. ময়নুল ইসলাম এ নিয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ বিভিন্ন দপ্তর ও মাদরাসার সভাপতি বরাবর। অবশ্য এর আগে ২০১০ সালে মনসুর আলীর অধ্যক্ষ পদের নিয়োগ ও দুর্নীতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর থেকে তদন্ত করা হয়। সে সময় অনিয়ম ও দুর্নীতির সত্যতা পেয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে দুই সদস্যের কমিটি। এর আলোকে গত ১০ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাদরাসা শাখা-১-এর সহকারী সচিব মো. আবদুল খালেক অধ্যক্ষকে যোগ দেওয়ার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নেওয়া সব বেতন-ভাতা ফেরতের নির্দেশ দেন। কিন্তু এর পরও তিনি বহাল। এতে এলাকার মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, অধ্যক্ষের খুঁটির জোর কোথায়?

লিখিত অভিযোগে বলা হয়, অধ্যক্ষ মনসুর সোনাখুলী মুন্সীপাড়া কামিল মাদরাসায় যোগ দেওয়ার আগে নীলফামারী সদর উপজেলা কাজিরহাট ফাজিল মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে তিন বছর চাকরি করেন। সে সময় তৎকালীন রংপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ওই মাদরাসা পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন দেন। তাতে মনসুরের জন্ম তারিখ দেখানো হয় ১৯৫৭ সালের ১ জানুয়ারি। তিনি ফাজিল বিশেষ পরীক্ষা পাস করেন ১৯৮০ সালে। সেখানে তাঁর জন্ম তারিখ উল্লেখ করা হয় ১৯৫৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। আর সোনাখুলী মুন্সীপাড়া কামিল মাদরাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের ১৯৯৩ সালের বেতনের সরকারি অংশ উত্তোলন বিলে তাঁর জন্ম তারিখ ১৯৫৭ সালের ১ মার্চ লেখা হয়। এরপর নীলফামারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন প্রতিবেদনে অধ্যক্ষের জন্ম তারিখ দেখানো হয় ১৯৬০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। পরে অধ্যক্ষের জন্ম তারিখ ১ মার্চ ১৯৬১ উল্লেখ করা হয়েছে ২০০৫ সালের ডিসেম্বরের এমপিও (মাসিক বেতন নির্দেশনা) সিটে। আর জাতীয় পরিচয়পত্রে তাঁর জন্ম তারিখ রয়েছে ১৯৬১ সালের ১ জানুয়ারি। দাখিল পরীক্ষা পাসের সনদে তাঁর বয়স উল্লেখ করা হয় ১১ বছর এক মাস ২১ দিন। পাসের সাল দেখানো হয় ১৯৭১ সাল। পক্ষান্তরে ১৯৭৩ সালে আলিম পরীক্ষার সনদে ১২ বছর এক মাস বয়স দেখানো হয়েছে। ওই দুই পরীক্ষার সনদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মনসুর আলী দাখিল পরীক্ষা পাসের মাত্র ১১ মাস ৯ দিন পর আলিম পরীক্ষায় পাস করেছেন।

সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, তাঁর আলিম পরীক্ষার সনদের ওপরে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা লেখায় ইংরেজি বানান ডিএসিসিএ লেখা রয়েছে। কিন্তু এর আগে পাস করা দাখিল পরীক্ষার সনদটির ওপর বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা লেখা বাক্যটিতে ইংরেজি বানান ডিএইচএকেএ লেখা রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৯৮৬ সালে সরকারি গেজেট প্রকাশ করে ইংরেজি ডিএসিসিএ বানান পরিবর্তন করে ডিএইচএকেএ লেখা হয়। অর্থাৎ এর আগে ডিএসিসিএ লেখা হতো। এতে অধ্যক্ষের দাখিল ও আলিম পরীক্ষা সনদেও জালিয়াতির আশ্রয়ের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

মনসুর আলীর অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের বিষয়ে সরকারি কোনো নিয়ম-নীতি মানা হয়নি বলে অভিযোগে জানা গেছে। কারণ তিনি চাকরি প্রার্থী হয়ে নিয়োগ কমিটির সদস্য ছিলেন। অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের জন্য জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলেও তা তদন্ত কমিটির সদস্যদের দেখাতে ব্যর্থ হন। মনসুর অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের সময় মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি তথা নিয়োগ বাছাই কমিটির সভাপতি ছিলেন মো. ওয়াহেদ আলী। সে সময় তাঁর স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে, যা তৎকালীন ওয়াহেদ আলী ২০১০ সালের ১ মার্চ অনুষ্ঠিত তদন্ত কমিটির কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছেন।

একাধিক জন্ম তারিখের ব্যাপারে সোনাখুলী মুন্সীপাড়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ আ. ব ম মনসুর আলী বলেন, 'দাখিল পরীক্ষার সনদপত্রে আমার বয়স উল্লেখ করা রয়েছে। সে হিসেবে জন্ম তারিখটিই আমার প্রকৃত জন্ম তারিখ। সে সময় আমার বয়স কত ছিল তা উল্লেখ রয়েছে। আর ১৯৮৬ সালের পর আমি দাখিল পরীক্ষার সনদপত্রটি বোর্ড থেকে দ্বিতীয়বার উত্তোলন করি।'